PRESS RELEASE

ঢাকা

তারিখ
২৩ নভেম্বর ২০২২

ভাসান চরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে কার্টুনিস্ট তন্ময়ের শৈল্পিক প্রয়াস

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর ও এর অংশীদার সংস্থা আর্টেল্যুশনের সাথে মিলে শিল্পের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তার অভাবনীয় উদ্যোগে যোগ দিয়েছেন কার্টুনিস্ট রাশাদ ইমাম তন্ময়। তন্ময় সম্প্রতি ভাসান চরে আশ্রিত শরণার্থীদের সাথে দেখা করে তাদের জীবনের গল্প শোনেন, এবং তাদের সবাইকে নিয়ে সেই সকল গল্প তুলে ধরেন এক বিশাল ম্যুরালের মাধ্যমে। এই ম্যুরালের ভেতরের ছোট ছোট পেইন্টিং-এ উঠে এসেছে শরণার্থীদের চাহিদা, কষ্ট, আশা ও স্বপ্নের খন্ডচিত্র।

ভাসান চরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত তন্ময় বলেন, "চিন্তা করুন কিছু শিশুর কথা, যারা জীবনে কখনও রং বা তুলি ধরে নি। আবার ওরাই সবাই মিলে আমাকে সাহায্য করেছে ১৭০ ফুট দীর্ঘ পেইন্টিং শেষ করতে। এই ম্যুরালটিতে খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে শরণার্থীদের অর্থবহ জীবন, আত্মপরিচয় এবং মানসিক শান্তির সন্ধান"।

বাংলাদেশ সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে ইউএনএইচসিআর ও মানবিক সংস্থাগুলো ভাসান চরে বিভিন্ন পরিসেবা ও মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে। বর্তমানে প্রায় ২৭,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী ভাসান চরে আছে, যার প্রায় ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু। ইতোমধ্যেই তাদের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, পুষ্টি, পানি ও পয়ঃনিস্কাশনের মত সেবাগুলো দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআর-এর প্রতিনিধি ইয়োহানেস ভন ডার ক্লাও বলেন, "আর্টেল্যুশন ও আমাদের অংশীদার সংস্থা তের দেজম (Terre des Hommes)-এর প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পের মাধ্যমে শরণার্থীদের মানসিক ক্ষতির প্রশমন। এই শরণার্থীরা অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছে, এবং এরকম ছবিগুলো আঁকার মাধ্যমে তারা কিছুটা হলেও প্রশান্তি খুঁজে পায়। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে তন্ময়কে একসাথে এত সুন্দর কাজ করতে দেখে আমি আপ্লুত। হাসি আর কান্নার মাধ্যমে যখন শরণার্থীদের জীবনের গল্পগুলো উঠে আসছিলো, আমরা আবারও বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের সবারই একই ধরণের মানবিক আবেগ ও অনুভূতি রয়েছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে শিল্প একটি অসামান্য হাতিয়ার"।

আর্টেল্যুশন কক্সবাজারে ও ১৭টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ইউএনএইচসিআর-এর সাথে কাজ করছে একইভাবে পেইন্টিং-এর মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। ছবি ও শিল্প সাহায্য করে নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও আত্মপ্রত্যয় বজায় রাখতে; এবং শরণার্থীরা এই ছবিগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরছে তাদের আত্মপরিচয়, তাদের দুঃসহ অতীত, বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

ইউএনএইচসিআর ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ভাসান চরে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদানের জন্য। চরে শরণার্থীদের সকল চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ চালিয়ে যেতে ইউএনএইচসিআর বদ্ধপরিকর। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানায় এই কাজে তাদের নিয়মিত সহায়তা বজায় রাখতে।

শেষ

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগঃ

রেজিনা ডি লা পোর্টিলা, delaport@unhcr.org ; ০১৮৪৭৩২৭২৭৯
মোস্তফা মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, hossaimo@unhcr.org; ০১৩১৩০৪৬৪৫৯